প্রথম আলো

তারিখ ... [illegible] ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

—আইডিয়াল স্কুল

নিয়ম ভেঙে প্রথম শ্রেণীতে ১৩৩৭ শিক্ষার্থী ভর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে চলতি শিক্ষাবর্ষে নিয়মবহির্ভূতভাবে প্রথম শ্রেণীতেই এক হাজার ৩৩৭ জন অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। ওই বিদ্যালয়ের তিনটি শাখায় (ক্যাম্পাস) বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণ (ভার্সন) মিলিয়ে আসন ছিল ৮৪০টি। সেখানে ভর্তি করা হয়েছে দুই হাজার ১৭৭ জন শিক্ষার্থী।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়, বিভিন্ন ব্যক্তির সুপারিশের ভিত্তিতে এবং পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্তে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। ওই কমিটি নীতিমালা লঙ্ঘন করায় প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষসহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এবং পরিচালনা কমিটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করে।

শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ডকে বলা হয়েছে।'

আইডিয়াল স্কুলে নির্ধারিত সময়ের পর গত মার্চে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থী ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণ কমিটিকে নির্দেশ দেয়।

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

নিয়ম ভেঙে প্রথম শ্রেণীতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এরপর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) চার কর্মকর্তা সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন তৈরি করেন। এতে বলা হয়, আইডিয়াল স্কুলের তিনটি শাখায় প্রথম শ্রেণীতে বাংলা মাধ্যমে শূন্য আসন ছিল ৬৪০টি, ভর্তি করা হয়েছে এক হাজার ৭৬৪ জন শিক্ষার্থী। একই শ্রেণীর ইংরেজি সংস্করণে ২০০ শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তি করা হয় ৪১৩ জন শিক্ষার্থী। অন্যান্য শ্রেণীতেও আসনের তুলনায় বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, লটারি বা ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারিত তালিকার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে নীতিমালা লঙ্ঘন করে ভর্তিতে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম বলেন, পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে।

জানতে চাইলে মাউশির মহাপরিচালক নোমান উর রশীদ বলেন, 'আমরা তদন্ত করে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছি। এখন মন্ত্রণালয়ই পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে।'

গত মে মাসে প্রতিবেদনটি পাওয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিচালনা কমিটির এই অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গত ৭ জুন ঢাকা বোর্ডকে নির্দেশ দেয়। কিন্তু ব্যবস্থা না নেওয়ায় গত ৩০ আগস্ট আরেক চিঠিতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা জানাতে বোর্ডকে আবারও নির্দেশ দেওয়া হয়।